

যুগান্তর

প্রিন্ট: ২৯ মার্চ ২০২৬, ১১:০৪ এএম

আন্তর্জাতিক

কিউএস ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের ৩৫ বিশ্ববিদ্যালয়

Advertisement

আরও দেখুন

🔌 Science

🔌 Educational Resources

🔌 Education

🔌 Primary & Secondary Schooling (K-12)

🔌 আন্তর্জাতিক নিউজ সাবস্ক্রিপশন



আন্তর্জাতিক ডেস্ক

প্রকাশ: ২৬ মার্চ ২০২৬, ০৯:২৫ পিএম



এশীয় অঞ্চলে পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অবস্থান বজায় রেখেছে। 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং বাই সাবজেক্ট ২০২৬'-এ পাকিস্তানের ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে, যেখানে প্রায় ১৮০টি বিষয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে। সর্বশেষ এই তথ্য থেকে কারিগরি ও কৃষি বিষয়ক বিষয়গুলোতে পাকিস্তানের সক্ষমতা এবং বৈশ্বিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা—বিশেষ করে ইসলামাবাদ ও লাহোরের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে—উভয় দিকই ফুটে উঠেছে।

কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং হলো একটি বার্ষিক বৈশ্বিক মূল্যায়ন পদ্ধতি, যা একাডেমিক খ্যাতি, নিয়োগকর্তার কাছে সুনাম, গবেষণার প্রভাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত এবং আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মূল্যায়ন করে। এটি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক অবস্থান ও সক্ষমতা বুঝতে সাহায্য করে।

যুদ্ধ বন্ধে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা শুরু: পাকিস্তান

কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক পারফরম্যান্স যাচাই করতে ৯টি মূল সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে একাডেমিক খ্যাতির ওপর সর্বাধিক ৩০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরপর রয়েছে গবেষণার প্রভাব মূল্যায়নে প্রতি অনুষদে উদ্ধৃতি বা সাইটেশন (২০ শতাংশ) এবং গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের সক্ষমতা প্রতিফলনে নিয়োগকর্তার কাছে সুনাম (১৫ শতাংশ)।

শিক্ষার মান যাচাই করা হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের (১০ শতাংশ) মাধ্যমে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষক (৫ শতাংশ) এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর (৫ শতাংশ) সংখ্যা বিশ্বজনীন বৈচিত্র্যকে নির্দেশ করে। অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক (৫ শতাংশ), কর্মসংস্থানের ফলাফল (৫ শতাংশ) এবং স্থায়িত্ব বা সাসটেইনেবিলিটির (৫ শতাংশ) ওপর ভিত্তি করে।

এই সবকটি সূচক সম্মিলিতভাবে দেখায় যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা, শিক্ষকতা, বৈশ্বিক সম্পৃক্ততা এবং গ্র্যাজুয়েটদের সাফল্যে কেমন ফলাফল করছে।

জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি (এনইউএসটি), ইসলামাবাদ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে; এশিয়ায় এর অবস্থান ৬৮তম এবং সামগ্রিক স্কোর ৭৬। এনইউএসটি একাডেমিক খ্যাতি (৭৫.১) এবং গবেষণার উৎপাদনশীলতায় চমৎকার ফলাফল করেছে, যেখানে প্রতি পেপারে ৭৪.৫টি সাইটেশন এবং প্রতি অনুষদে ৫৪টি পেপার নিবন্ধিত হয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক র‍্যাঙ্কিংয়ে এটি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে ২০১-২৫০ এবং কম্পিউটার সায়েন্সে ২০১-৩০০-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে, যা কারিগরি শিক্ষায় এর শ্রেষ্ঠত্বকে নিশ্চিত করে।

কায়েদ-ই-আজম ইউনিভার্সিটি (কিউএইউ), ইসলামাবাদ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংপ্রাপ্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাতীয়ভাবে ৮ম এবং এশিয়ায় ৮৯তম স্থান অর্জন করেছে, যার সামগ্রিক স্কোর ৬৯.৯। যদিও এর একাডেমিক খ্যাতি ছিল ৬৭.৪, তবুও কিউএইউ (কিউএইউ)

গবেষণার উৎপাদনশীলতায় অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে; যেখানে প্রতি অনুষদে ৯৪.৬টি পেপার এবং প্রতি পেপারে ৮৭.৯টি সাইটেশন ছিল।

এটি ন্যাচারাল সায়েন্সে ২০১-২৫০ এবং ফিজিক্স ও এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে ২৫০-৪০০-এর মধ্যে অবস্থান করছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস (এলইউএমএস) সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা জাতীয়ভাবে ১৫তম এবং এশিয়ায় ১২৯তম অবস্থানে রয়েছে। বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজের বিষয়ভিত্তিক র‍্যাঙ্কিং বৈশ্বিক তালিকার ১০১-১৫০-এর মধ্যে রয়েছে, যা একে ব্যবসায়িক শিক্ষায় পাকিস্তানের সেরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ), করাচি বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্সে ১৫১-২৫০-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে, আগা খান ইউনিভার্সিটি মেডিসিন অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস (২০১-২৫০) তাদের শক্ত অবস্থান বজায় রেখেছে। হাবিব ইউনিভার্সিটির মতো নতুন উদীয়মান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক বিজ্ঞান বা সোশ্যাল সায়েন্সেসে মূলত ৪০০+ সীমার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

সূত্র: দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন।